রাবার চাষের সম্ভাবনা
সৈয়দা সারওয়ার জাহান

রাবার অত্যন্ত মূল্যবান একটি অর্থকরী সম্পদ। “সাদা সোনা” নামে খ্যাত রাবার গাছ শুধু যে মূল্যবান রাবার উৎপন্ন করে তা নয়। এ গাছ গুলো প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

অন্য যেকোন গাছের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে। গবেষণা হতে দেখা গেছে প্রতি হেক্টর রাবার বাগান (যেখানে ৪১৫ টি উৎপাদনশীল রাবার গাছ রয়েছে) বায়ুমন্ডল থেকে বার্ষিক ৩৯.০২ টন কার্বন শোষণ করে, যা উষ্ণতা রোধে ও পরিবেশ রক্ষায় অতি গুরুত্বপূর্ণ।
রাবার চাষ যেমন অর্থনীতি বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, তেমনি পরিবেশ রক্ষায় সমান অবদান রেখে যাচ্ছে। ৩৫ ডিগ্রি ঢালের নিম্ন অংশ পর্যন্ত রাবার চাষ করা হলে এটি ভূমির ক্ষয়রোধ করে। রাবার বাগান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন্য প্রাণীর বিচরণের ক্ষেত্র হিসেবে ও ভূমিকা রাখে। রাবার বাগানে হাঁস-মুরগী, গরু ছাগলের খামার করা যায়। হলুদ, আদা, লেবু, মালটা, কাজুবাদাম,আম্রপালী এ সমস্ত সাথী ফসলের চাষ করা যায়। চট্টগ্রামের রাউজান, ডাবুয়া, হলুদিয়া, দাঁতমারা, তাঁরাখো, রামু, কাঞ্চননগর, রাঙ্গুনিয়া, সিলেটের ভাটেরা, সাতগাঁও, রুপাইছড়া, শাহজীবাজার, ময়মনসিংহ এর ফুলবাড়িয়া, টাঙ্গাইলের মধুপুর, শেরপুর, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজারে রাবার চাষ করা হচ্ছে।
সারাদেশে ১৩০৪ টি বেসরকারী বাগান, ২৯ টি সরকারী বাগান, এছাড়া বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার বাগান এবং ব্যক্তিগত বাগান ও রয়েছে। রাবার উৎপাদনের সময় সারা বছর। তবে সর্বোচ্চ রাবার উৎপাদন হয় অক্টোবর-জানুয়ারি পর্যন্ত।

রাবার কৃষি এবং শিল্প উভয়খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ গাছের ল্যাটেক্স রাবার শিল্পের মূল কাঁচামাল। রাবার গাছের ফুল হতে মধু উৎপন্ন হয়। গাছের পাতার বোঁটা থেকে ও মধু আহরণ করা যায়। এ মধুর ঔষধি ব্যবহারিক গুণ ও প্রচুর এবং এ মধু খুব সুস্বাদু।
রাবার গাছ বায়ু শোষণ করে পরিবেশকে নির্মল রাখে। বাগান ও ঘর সাজানোর জন্য টবে, বাড়ির বাগানে খুব সহজ পদ্ধতিতে রাবার গাছ লাগানো যায়। অল্প যত্ন পেলেই এ গাছ সুন্দরভাবে বেড়ে উঠে। টবে রাখলে ঘরের বাতাস থেকে অনেক ক্ষতিকারক জৈব বাস্প শুষে নেয়। যেমনঃ ফর্মালডিহাইড, বেঞ্জিন, টলুইন, ট্রাইক্লোরো, ইথেন ইত্যাদি।

রাবার গাছ দ্রুত বর্ধনশীল। এর মাধ্যমে দ্রুত বনায়ন এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব। রাবার চাষের মাধ্যমে নারী-পুরুষের ব্যাপক কর্মসংস্থান সম্ভব। বাগানের গাছের পরিচর্যা, টেপিং, ল্যাটেক্স হতে রাবার শীট তৈরি করার কাজে ফ্যাক্টরীতে পাহাড়ি বাঙালি নারী পুরুষের কর্মসংস্থান হয়। বিশেষজ্ঞের মতে প্রতি একরের রাবার বাগানে ১০ জনের কর্মসংস্থান হয়। রাবার উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে ব্যাপক কর্মসংস্থান সম্ভব। এ কাজ শ্রমনির্ভর হওয়ায় দেশের প্রত্যন্ত পাহাড়ি বা সমতল অঞ্চলে অবস্থিত বাগানগুলোতে অশিক্ষিত/অর্ধশিক্ষিত নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন,জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও গ্রামীণ জনপদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারছে।
রাবার গাছের আয়ুস্কাল ৩২-৩৪ বছর। এরপরে জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ দিয়ে উন্নত মানের আসবাবপত্র তৈরি করা যায় এবং ঘরবাড়ি তৈরির কাজে লাগে। প্রতিটি রাবার গাছ থেকে ৫-৮ ঘনফুট গোল কাঠ পাওয়া যায়।
বাংলাদেশে ২০২০ সালের মধ্যে ১ লক্ষ মেঃ টন এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ২ লক্ষ মেঃ টন রাবার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চ বাষির্কী পরিকল্পনা, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এবং ২০ বছর মেয়াদী

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এ দারিদ্রের হার ১৫.৬% এ কমিয়ে আনা, ৭৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়নের উপরে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাবার চাষ এবং রাবার ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসব ক্ষেত্রে অবদান রাখার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষমাত্রার ১.১.১ সূচকে দারিদ্র বিলোপ, সূচক ৫ এ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং ১৩.২ এ জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

রাবার চাষের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে অনুর্বর জমিতে রাবার চাষ ভাল হয়। ফলে দেশের যে সব জমিতে অন্যান্য ফসল চাষ করা সম্ভব হয় না সেইসব জমিকে রাবার চাষের কাজে লাগানো যায়।
বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক ব্যবহৃত পন্যের মধ্যে রাবার অন্যতম। এর বহুল ব্যবহার, সহজলভ্যতা দিন দিন রাবারের প্রতি নির্ভরতা বাড়িয়ে দিচ্ছে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের।
রাবার শুধু বাংলাদেশে নয়, পুরো বিশ্বেই বহুল ব্যবহৃত একটি জিনিস। রাবার দিয়ে বিশ্বের ১ লক্ষ ২০ হাজারের বেশি পন্য উৎপন্ন হয়। তার মাঝে অত্যধিক ব্যবহৃত হয় জুতা ও গাড়ির টায়ার তৈরিতে, বোতল, পেন্সিলের দাগ মোছার রাবার, ফোম, রেক্সিন, গাম, খেলনা, শিল্প কারখানার বিভিন্ন দ্রব্যাদি, চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন দ্রব্যাদি, গৃহস্থালী সামগ্রী। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতিবছর ৩% হারে রাবারের চাহিদা বেড়ে চলছে।

শ্রমিক সংকট ও শ্রমদর বৃদ্ধি পাওয়ায় এশিয়ার সর্বাধিক রাবার সরবরাহকারী দেশ মালয়েশিয়া পর্যায়ক্রমে রাবার চাষ কমিয়ে দেওয়ায় বাংলাদেশের জন্য এটি একটি শিল্প সুযোগ তৈরি হয়েছে। বর্তমানে মালয়েশিয়া রাবার বোর্ড বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সাথে সহযোগী হিসেবে যৌথভাবে রাবার খাতে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের আগ্রহী উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসলে বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিবেশ ও জনসম্পদের উন্নয়ন বিশাল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে, ইনশাআল্লাহ।